|  |
| --- |
| **অধ্যায়-১৫**  যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় |

**১.০ ভূমিকা**

লেখাপড়ার পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, সুশৃঙ্খল জীবন গঠন, সুস্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুদের খেলাধুলায় আগ্রহী করে প্রাণ-চাঞ্চল্য ও চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে খেলাধুলার অনস্বীকার্য। এছাড়া, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও খেলাধুলা যুগযুগ ধরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশু বয়সে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খেলোয়াড়দের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তৈরি হয়। অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, বিশ্বকাপ ক্রিকেট, বিশ্বকাপ ফুটবল এর মত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদগণ নিজ নিজ দেশের জন্য সম্মান, সুনাম ও গৌরব অর্জন করেন। শিশু বয়স হতে খেলাধুলার সান্নিধ্যে না থাকলে এ অর্জন সম্ভব নয়। ক্রীড়ায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল শিশুর জন্য খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি অপরিহার্য।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

জাতীয় নীতি-কৌশলের আলোকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

| জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ | কার্যক্রমসমূহ |
| --- | --- |
| Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20) এ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় শিশু সংশ্লিষ্ট ১.২, ৪.১, ৪.৫ এবং ৮.৭ নম্বর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগী মন্ত্রণালয় (Associate Ministry)। এছাড়া, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর ৫.১, ৬.৩.৩, ৬.৩.৪ ও ৭.২ অনুচ্ছেদে সকল শিশুর জন্য বিনোদন, সুস্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং প্রতিভা অন্বেষণের কথা বলা হয়েছে। | ক্রীড়ার মাধ্যমে শিশুদের বিনোদন, সুস্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশুদের ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ, স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং অটিষ্টিক বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য দেশব্যাপী ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত/সংস্কার করা হয়। |
| জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এর ৬.৫.১০ অনুচ্ছেদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ শিক্ষা যেমন: ক্রীড়া শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহ হতে শারীরিক শিক্ষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এসব ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষকগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে নিয়োগের সুযোগ পেয়ে থাকে। এছাড়া, ক্রীড়া পরিদপ্তর হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ সংস্কারের জন্য অনুদান এবং খেলার সামগ্রী প্রদান করা হয়। বিকেএসপিতে শিশু খেলোয়াড়দের নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি করা হয়। |
| ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে খেলার মাঠ তৈরির কথা বলা হয়েছে। | বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া স্থাপনা এবং সারাদেশে উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। |

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিকেএসপি গত তিন বছরে বিভিন্ন প্রকল্প এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় ৬৫০০ জন শিশুকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, টেবিল টেনিস, তায়কোয়ান্ডো, কারাতে, উশু এবং ভলিবল খেলার অবকাঠামো আধুনিকায়ন এবং হকি টার্ফ ও সিনথেটিক অ্যাথলেটিক টার্ফ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গত তিন বছরে এখাতে শিশুদের জন্য ৯৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত ‘শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ১৩০টি মিনি স্টেডিয়ামে ব্যাপক শিশু খেলাধুলার সুযোগ পেয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৭৪ কোটি ১১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবী, জিমন্যাস্টিক, অ্যাথলেটিকস এবং গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন বছরে ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবলে ৮৪৭০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন এবং ১১২ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ খেলায় ৪৮,৩০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৬ জন শিশুদের নিয়ে কক্সবাজারে বীচ ফুটবলের আয়োজন করা হয়। এতে ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শিশুদের জন্য ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রিকেট, কার্নিভ্যাল, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

**৪.০ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

| **বিবরণ** | **বাজেট**  **2020-21** | **বাজেট**  **2019-20** | **প্রকৃত**  **2018-19** |
| --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট |  | 14.89 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 12.75 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 2.14 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 3.15 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 2.7 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 0.45 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28,859 |  |
| সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.05 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.28 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.01 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.06 |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **21.16** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

শিশুদের উন্নয়নে অবসর, বিনোদন ও খেলাধুলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার বহুলাংশে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়কে শিশু বাজেট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.০ উত্তম চর্চা

|  |
| --- |
| **নমিতা কর্মকার: সম্ভাবনাময় নক্ষত্র**    বাবা মাখন কর্মকার ও মা চায়না কর্মকারের কিশোরী কন্যা নমিতা কর্মকার। জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকসের বর্শা নিক্ষেপে নতুন রেকর্ড গড়েছে সে। দারূণ ব্যাপার হলো সে একজন হকি খেলোয়াড় হিসেবেও নিজেকে গড়ে তুলেছে। নারী হকিতে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছে এই নমিতা। নমিতা নিজেকে অনেক দূর নিয়ে যেতে চায়। ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল খেলাধুলায়। অ্যাথলেটিকস হয়ে এখন হকিতে। নমিতা ক্রিকেটের মতো হকিতে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চায় অন্য উচ্চতায়।  নড়াইলের লোহাগড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। পৌর শহরের কচুবাড়িয়ায় তাদের বাস। সাড়ে সাত শতাংশ জমির ওপর বসত ভিটেটাই সম্বল। বাবা মাখন কর্মকারের বয়স ৬০ বছর। এখন শক্ত পরিশ্রমের কাজ করতে পারেন না। তাই পানের বরজে কাজ করেন। কিন্তু কাজটি মৌসুমি, প্রায় ছয় মাস কাজ থাকে না। তখন পরিবারের সদস্যদের নির্ভর করতে হয় নমিতার মায়ের সামান্য আয়ের ওপর। অবশ্য দু’বছর হলো জ্যাভলিন খেলোয়াড় হিসেবে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনে (বিজেএমসি) যোগ দিয়েছে নমিতা। বেতন সপ্তাহে ১ হাজার ৯০০ টাকা। এই টাকা সংসারের কাজে আসছে। খেলাধুলায় হাতেখড়ি তাঁর বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক দিলিপ চক্রবর্তীর কাছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা ক্রীড়া অফিস, নড়াইল এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ও হকি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তার খেলাধুলায় আগমন। গত বছর অনুষ্ঠিত ৩৪তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে নমিতা পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। বর্শা নিক্ষেপে আগের সব রেকর্ড ভেঙ্গে সে ৩৬ দশমিক ৩৬ মিটার দূরত্ব পার করে। সে প্রতিযোগিতার ডিসকাস থ্রো আর শটপুটেও নমিতা নিজেকে প্রমাণ করেছে।  এরপর ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তাকে মনোনীত করে ক্রীড়া পরিদপ্তর। দেশের জাতীয় হকি কোচ এর মাধ্যমে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আবাসিক হকির এ ক্যাম্পে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে নমিতা। এ বছর অনুষ্ঠিত নারী হকি প্রতিযোগিতায় সে নড়াইল জেলা দলের হয়ে খেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও ক্রীড়া পরিদপ্তর আয়োজিত প্রতিভাবান নারী হকি খেলোয়াড়দের আবাসিক প্রশিক্ষণে মনোনীত হয় নমিতা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূলত: তৈরি হয় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী হকি দল। উক্ত দল ঢাকা একাদশ নামে ভারতের কোলকাতা ওয়ারিয়র্সের হকি দলের সঙ্গে আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচে অংশ নেয়। নভেম্বর, ২০১৮ মাসে নমিতা ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। দেশের প্রথম নারী হকি দলের সদস্য হয়ে সফরকারী ভারতের কোলকাতা ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে বাংলাদেশের মেয়েদের সিরিজ জয়ে দারূণ ভূমিকা তার। নিজে গোল তো করেছেই, সতীর্থকে দিয়ে গোল করাতেও জুড়ি নেই নমিতার। ঢাকা একাদশের সেরা খেলোয়াড় ছিল সে। নমিতার এ অর্জন নি:সন্দেহে শিশুদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে। |

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ:

* শিশুদের জন্য খেলাধুলার নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতকরণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশলের সাথে সমন্বয় করে জাতীয় ক্রীড়া নীতি প্রণয়ন করা;
* শিশুদের খেলাধুলার গুরুত্বের বিষয়ে সকলকে সচেতন করা;
* সকল শিশুকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করতে মহল্লাভিত্তিক খেলার মাঠ নির্মাণ করা;
* খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
* অটিষ্টিক শিশুদের ক্রীড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
* আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে শিশুদের ধরে রাখা;
* খেলার মাঠ সম্বলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গেইট ছুটির পর এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিন খোলা রাখা;
* সারাদেশে বিদ্যমান খেলার মাঠগুলিকে অবৈধ দখলদার মুক্ত করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| **২০১৯-২০ অর্থবছর** | * তৃণমূল পর্যায় হতে ১,৩০০ জন ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; * বিকেএসপির প্রমিলা প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়ন; * ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে ১২০টি প্রতিযোগিতার আয়োজন; * প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান; * অটিষ্টিক শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলার আয়োজন; * উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (২য় পর্যায়); * অনূর্ধ্ব-১৭ শিশুদের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ফুটবল কাপ টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধু ফুটবল কাপ টুর্নামেন্ট এর আয়োজন করা। |

৮.০ উপসংহার

শিশুদের সুস্বাস্থ্য, মেধার বিকাশ, ভ্রাতৃত্ববোধ, নেতৃত্ব ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে তাদেরকে ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে গড়ে তোলা সকলের দায়িত্ব। অন্যদিকে অটিস্টিক শিশুদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা গেলে তাদের জীবন ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আসবে। সমাজের প্রতিটি শিশুকে খেলাধুলার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং জননিরাপত্তা বিভাগ সম্মিলিত উদ্যোগে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে মহল্লাভিত্তিক খেলার মাঠ নির্মাণ করা সম্ভব হবে এবং সকল শিশুকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা যাবে। খেলাধুলার মাধ্যমে আজকের শিশুরাই ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে দূত হিসেবে ভূমিকা পালনসহ দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।